খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 45 ❑ 23 Jan., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

আবাস যোজনার তালিকা তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ, ধৃত সরকারি কর্মী

প্রতিনিধি : যাদের উপর আবাস তালিকা সমীক্ষার দায়িত্ব ছিল এবার তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি বনগাঁ ব্লকের। অভিযোগ, বনগাঁ ব্লকের দুই সরকারি কর্মী যারা গ্রুপ বি পদে রয়েছে, তারা আবাস যোজনার সমীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। তারাই প্রকৃত প্রাপকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে অযোগ্যদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযুক্ত দুই সরকারি কর্মীর নাম সঞ্জয় বসু এবং বিশ্বজিৎ মিত্র। সঞ্জয় বসুর বিরুদ্ধে দুই জন প্রকৃত প্রাপ্যের নাম বাদ দিয়ে অযোগ্য দুই জনার নাম তালিকায় তোলার অভিযোগ রয়েছে। জয়া বিশ্বাস এবং রামপ্রসাদ সরকার প্রকৃত প্রাপক। তাদের বদলে রাজকুমার এবং রামপ্রসাদ সিংহের নাম তুলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিশ্বজিতের ক্ষেত্রে ১ জন যোগ্য প্রার্থীর নাম বাদ দিয়ে অযোগ্যর নাম তালিকায় তোলার অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্ত সঞ্জয় বোসকে হুগলি থেকে সোমবার রাতে গ্রেফতার করে গোপালনগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালো পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দিন কয়েক আগে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ মিত্রকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়া হয়। এতদিন সঞ্জয় বসু পলাতক ছিল।

প্রশাসন জানিয়েছে, অযোগ্যদের ব্যাংক একাউন্টে বাড়ি তৈরীর প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢুকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই দুজনকে আগেই শোকজ করা হয়েছিল। তারা ঠিক মত উত্তর দিতে না পারায় বৃহস্পতিবার বনগাঁ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গোপালনগর থানায় দুজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দুজনেই অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক কাজিয়া শুরু হয়েছে।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, পঞ্চায়েত প্রধানরা অভিযোগ করেছিল নাম পদবী পরিবর্তন করে একাধিক দুর্নীতির। জেলা শাসককে জানিয়েছিলাম বিষয়টি। দুজন কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। যারাই এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত, তাদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছি।

বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, এই দুজন শুধু জড়িত না, এর মধ্যে তৃণমূলের লোকজন রয়েছে। একাধিক এলাকায় একাধিক বিডিও ও কর্মীরা যুক্ত রয়েছে। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া

তৃতীয় পাতায়...

সীমান্তে কাঁটাতার দিতে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ

ক্ষতি পূরণ নিয়ে আপত্তি একাংশের

প্রতিনিধি : বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার দিতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। এর জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এবার এই জমি অধিগ্রহণের কাজেই বেনিয়মের অভিযোগ তুলল গ্রামবাসীদের একাংশ। ঘটনাটি বনগাঁ ব্লকের কালিয়ানী সীমান্ত এলাকায়। দেশের স্বার্থে জমি দিতে রাজি থাকলেও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পেলে ঘরবাড়ি ছাড়বেন না বলে জানালেন একাধিক কৃষক।

প্রশাসন জানিয়েছে, গত ডিসেম্বরে সম্ভাব্য জমি অধিগ্রহণের জন্য জমির মালিকদের নোটিশ করা হয়। নোটিশে বলা হয়, সরকারি নির্ধারিত দামে জমি কেনা হবে। এখানেই আপত্তি তুলেছেন গ্রামবাসীদের একাংশ। তাদের বক্তব্য, জলা জমি বা ডাঙা জমি এবং বসতবাড়ির জন্য আলাদা দাম নির্ধারণ করা হয়নি। সীমান্তের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা জমি দিতে রাজি কিন্তু আমাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অনেক কষ্টে বাড়ি তৈরি করেছি। বাড়ির জন্য আলাদা টাকা দিচ্ছে না। জমির জন্য যে টাকা দিচ্ছে, তাতে অন্য কোথাও গিয়ে জায়গা বাড়ি কিনতে পারবো না। কৃষক বুদ্ধদেব মন্ডল বলেন কোন বাস্তু জমি, ডাঙ্গা জমি, জলা জমির কত দাম দেওয়া হচ্ছে, তা আমরা জানতে পারছি না। অশান্ত বাংলাদেশ কাঁটাতার না থাকায় আতঙ্কে আছি। কিন্তু সঠিক মূল্য না পেলে যেতেও পারছি না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের বিষয়টি দেখা হোক।

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাদের নির্দেশ মত পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তবে গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে জমি দিয়ে দিয়েছে। সমস্যা তৈরি হয়েছে জনাকুড়ি জমির মালিকদের নিয়ে। এ বিষয়ে

তৃতীয় পাতায়...

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

ফের বনগাঁয় ভারতীয় দালাল সহ বাংলাদেশি ধৃত

প্রতিনিধি : বাংলাদেশের অশান্তির আবহে ফের বনগাঁয় ধৃত বাংলাদেশী। পাশাপাশি ওই বাংলাদেশীকে সহযোগিতার অভিযোগে এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশির নাম সজল দাস। বাড়ি বাংলাদেশের কাঁকড়াআছারি জেলায়। ধৃত ভারতীয় দালালের নাম অশোক চক্রবর্তী। বাড়ি বনগাঁ থানার জয়পুর ফুলতলা কলোনি। সোমবার রাতে ধৃতদের গ্রেফতার করে মঙ্গলবার সকালে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

সুত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশি মাস তিনেক আগে চোরাপথে ভারতে এসে অভিযুক্ত দালালের বাড়িতে লুকিয়ে থাকছিল। ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিল। সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ তাদের জয়পুর এলাকা থেকে আটক করে জেরা করলে ঘটনার কথা জানতে পারে। এরপরই তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, অশান্ত বাংলাদেশের কারণে চোরা পথে ভারতে পালিয়ে এসে জয়পুর চামড়াকুটি এলাকায় লুকিয়ে ছিল বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা এক দম্পতি। খবর পেয়ে পুলিশ দম্পতি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। ফের পাশের এলাকা থেকে লুকিয়ে থাকা বাংলাদেশী গ্রেপ্তার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনীত অজয় দত্ত

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৭ জানুয়ারী এক সভায় গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পদে সর্বসম্মতভাবে মনোনীত হলেন অজয় দত্ত। ব্লকের জলেশ্বর-২ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অজয় বাবু সমিতির সদ্যপ্রয়াত সহ-সভাপতি বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা গোবিন্দ দাসের স্থলাভিসিক্ত হলেন। তৃনমূল নেতা অজয়বাবু প্রয়াত জননেতা গোবিন্দবাবুর সভাপতিত্বে বিগত সমিতিতে পূর্তকর্মাধ্যক্ষ, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। এদিনের সহ-সভাপতি নির্বাচনে বিরোধী বিজেপির কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। সকলের প্রিয় অজয়বাবু সর্বসম্মতভাবে সমিতির সহ-সভাপতি মনোনীত হওয়ায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিডিও নীলাদ্রী সরকারের

পরিচালনায় এদিনের সহ-সভাপতি মনোনয়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

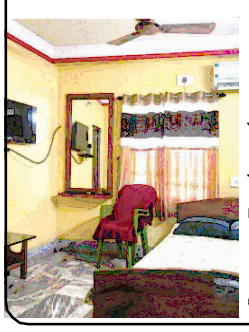

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৪৫ ❐ ২৩ জানুয়ারী, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

মশা চিনুন; সর্তক হোন

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ডেঙ্গি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সতর্ক হবেন কীভাবে! কীভাবে চিনবেন ডেঙ্গি মশা। প্রায় সবারই জানা, এডিস ইজিপ্টি নামে এক বিশেষ প্রজাতির মশা এই রোগের বাহক। জেনে নিন, কেমন দেখতে হয় এই মশা। এডিস ইজিপ্টি মশা, অর্থাৎ ডেঙ্গির মশা গাঢ় কালো রঙের হয়। পায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ। সাধারণ মশার থেকে আকারে ছোট হয় এডিস ইজিপ্টি। দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ থেকে ৭ মিলিমিটার। স্ত্রী মশারা পুরুষদের তুলনায় লম্বা হয়। এরা খুব বেশি উড়তে পারে না। ডেঙ্গির মশা বেশিরভাগই দিনের বেলায় কামড়ায়। দিনের বেলায় এই মশা সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর থেকেই দাপট বাড়ায় ডেঙ্গির মশা। ডেঙ্গির মশার বিপদ দিনেই বেশি বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলও। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্ষমতা কমে এই মশার। তাই দুপুরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির মশার উপদ্রব।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

মানবাধিকার বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব একটা সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না। মানবাধিকার থাকলে আমার কী লাভ হচ্ছে আবার না থাকলেই বা আমার কী ক্ষতি হবে! বেশিরভাগ মানুষই অনেকটা এইরকম ধারণা পোষণ করেন। আসলে মানবাধিকার বলতে আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে আমাদের যা কিছু ন্যায় সঙ্গত অধিকার, সবকিছুই মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে, যেমন সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকার মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যা সুনিশ্চিত এবং রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই অপরিহার্য অধিকার যেখানেই প্রয়োগ করা হোক অথবা লঙ্ঘন করা হোক না কেন, তা নিয়ে সব সময় বিতর্কের পরিসর উন্মুক্ত থাকে। তাই দেখা যায় যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকারকে অনেকে প্রাধান্য দেন, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারকে অনেকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেকে আবার গুরুত্ব দিচ্ছেন সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত মানবাধিকার সনদকে।

মানবাধিকার : অর্থ, ঐতিহাসিক উন্নয়ন, এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা মানবাধিকার হল জাতি, লিঙ্গ, জাতীয়তা বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মৌলিক স্বাধীনতা এবং সুরক্ষা। এই অধিকার সব মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করে। একটি ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক সমাজ গঠনের জন্য মানবাধিকার অপরিহার্য। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, মানবাধিকারের ধারণাটি সামাজিক চাহিদা এবং অর্জনের লক্ষ্যে বিকশিত হয়েছে। যা পরবর্তীকালে UDHR (Universal Declaration of Human Rights) খসড়া তৈরির মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

মানবাধিকারের ধারণা

মানবাধিকার নৈতিক নীতি এবং আইনী নিয়মের প্রতিনিধিত্ব করে যা মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বাকে রক্ষা করে এবং অপরিহার্য স্বাধীনতাও নিশ্চিত করে। এই অধিকারগুলি সার্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য। সার্বজনীনতা বলতে বোঝায় যে মানবাধিকার ধর্ম,বর্ণ,জাতি,লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য। অবিচ্ছেদ্যতা মানে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে (যেমন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, এবং সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কারাবাস) ছাড়া এই অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া যাবে না। অবিভাজ্যতার অর্থ হল নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার পরস্পর সংযুক্ত এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মানবাধিকারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যেমন :

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার : জীবনের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকারগুলি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার : শিক্ষা, কাজ এবং মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাত্রার অধিকারকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের মধ্যে গুরুত্ব সহকারে স্থান দেওয়া হয়।

সমষ্টিগত অধিকার : এই অধিকার গোষ্ঠীর অধিকারকে মান্যতা দেয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা সাংস্কৃতিক সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেয়। একই সঙ্গে এই অধিকারগুলি সমতা, ন্যায় এবং মর্যাদা নিশ্চিত করার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, যাকে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে অভিহিত করা যায়।

ভ্রমণ ঃ

সূর্যোদয় ভূমি অরুণাচল

অজয় মজুমদার

নুরানাং নদীর উৎপত্তি সেলা গিরিপথের উত্তর ঢাল থেকে। জলপ্রপাতের পরে এটি তাওয়াং নদীর সাথে মিলিত হয়। তাওয়াং শহরে আমরা তিন দিন ছিলাম। ২৪/১০/২৪ আমরা বুমলাপাস (Bumlapass) দেখতে গেলাম। এখানে খুবই স্নো ফল হচ্ছে। পেজা তুলার মত বরফের বৃষ্টি যা আমাদের ছাতা বাঁচিয়ে দিল। বোমলাপাস উচ্চতায় ১৫২০০ ফুট। বোমলা পাস হল. তিব্বতের সেনা ছাউনী এবং ভারতের অরুনাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার তাওয়াং শহর থেকে ৩৭ কি.মি দূরে এবং চিনের সেনা ছাউনি সোনা জং শহর থেকে ৪৩ কি.মি দূরে। ১৯৬২ সালে বুমলাপাস যাওয়ার রাস্তা ও এটি ঐতিহাসিক পথ , ১৯৬২ ভারত- চিন যুদ্ধের সময় চিনের পিপলস লিবারেশান আর্মি ভারত আক্রমন করেছিল। বুমলাপাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ গুলির মধ্যে এটি। অরুনাচলের ভাষা : ভারতের ঐতিহ্যগত ভাবে চিন-তিব্বতি ভাষা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। তবে কিছু পণ্ডিতদের মতে এটি স্বাধীন ভাষা পরিবার হতে পারে। Blench (2011) Hruso , Miji &Puroik এবং ৩টি স্বাধীন পরিবার --মিশমিক , কামেঙ্গিক, এবং সিয়াঙ্গিক প্রস্তাব করেছে'। অরুনাচল পরিবার ভাষা-১. হিরুন ভাষা, ২. খো-বওয়া .৩ সিরাঙ্গিক ভাষা, ৪.মিজু ভাষা, ৫.দিগারো ভাষা। অরুণাচলের কোন প্রধান ভাষা নেই। ৫০ টিরও বেশি উপজাতি এবং উপজাতির নিজস্ব ভাষার রয়েছে। ভাষা নয়, তার বেশিরভাগই উপভাষা, তাই সবাই সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করে এবং যোগাযোগের জন্য হিন্দি ব্যবহার করে। অরুণাচল প্রদেশের প্রধান ভাষা হল কোওরা।

২০০৬ সালে বুমলাপাসটি ৪৪

বছরের মধ্যে প্রথমবার ব্যবসায়ীদের জন্য পুনরায় খোলা হয়েছিল। প্রতিটি দেশের ডাক কর্মীদের পাশাপাশি পাসের উভয় পক্ষের ব্যবসায়ীদের একে অপরের অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বুমলাপাস দেখার জন্য ও ২৬/১০/২৪ আমরা তাওয়াং থেকে রওনা হলাম দিরাং এর উদ্দেশ্যে। পার হলাম দুইটি সেলা ট্যানেল। এর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১২৬০ মিটার এবং ৮০০ মিটার। যশোবন্ত সেনা মিউজিয়ামে আমাদের আইসক্রিম দেওয়া হয়েছিল'। একে একে যাওয়ার রাস্তার মতো আবার পড়লো বৈশাখী। মৃত দেশপ্রেমিক সৈন্যদের স্মৃতি রক্ষার জন্য যে কর্মকাণ্ড সমগ্র তাওয়াং জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, তা তুলনাহীন। দেড়টা নাগাদ আমরা পৌঁছালাম দিরাং। তারপর লাঞ্চ সেরে বেলা তিনটে নাগাদ চললাম সামতি ভ্যালি ভিলেজ দেখতে। গ্রামটা আর পাঁচটি পাহাড়ি গ্রাম এর মত হলেও পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দিরাং নদী। এখানেই প্রচুর পরিমাণে পারসিমাম ফলের চাষ হয়। এছাড়াও রয়েছে কমলা লেবু মুসম্বি এ সমস্ত ফলের চাষ। রাস্তায় যেতে যেতে চোখে পড়ল sheep Breeding centre বা ভেড়া প্রজনন কেন্দ্র। ডিরাং থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার হবে। কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, নিজস্ব ব্যবস্থা ছাড়া। দিরাং শহরের সঙ্গে যোগাযোগের অন্য কোন পথ নেই। দিরাং নদীতে প্রচুর মাছ হয়। গ্রামের মানুষের মাছ পেতে কোন অসুবিধা নেই। এখানে শাকসবজিও প্রচুর চাষ হয়। আমরা ফিরে এলাম প্রায় সন্ধ্যায়। সূর্যাস্ত দেখলাম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দিরং নদীতে তারই প্রতিচ্ছবি। পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় দিরাং থেকে আমরা রওনা হলাম কাজিরাঙ্গা ফরেস্টের উদ্দেশ্যে, দুপুরের লাঞ্চ করা হবে ভালুক পং।

... সমাপ্ত

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

নির্মল ভালো ছেলে। ক্লাসে প্রথম হয়। শুনেছিলাম এইসব স্কুলে এইরকম এক দু'জন করে খুব ভালো ছাত্র থাকে। তারাই বনগাঁর হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে দশের মধ্যে তো থাকেই, দুই- এক জন প্রথম, দ্বিতীয় হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তারা হায়ার সেকেন্ডারিতে বোর্ডের পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্মল কে নিয়ে সেই ধরনের চিন্তা করা যায়।

নির্মল বলল, "আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি। স্কুলের পর তোর সঙ্গে দেখা হবে। আমি এসে তোকে ডেকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে। চললাম রে।"

নির্মল এবার ক্লাস এইটে উঠেছে। এবছরই ওর এই ইস্কুলের শেষ। এরপরে কোথায় ভর্তি হবে কে জানে! বাইরের আরও ভালো স্কুলে পড়তে পারে। একবার শুনেছিলাম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হবে। ওখানেও পড়াশোনা করতে ওর অসুবিধা হবে না। বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো। সুযোগ পেলে হবেই বা না কেন! এসব চিন্তা করতে করতে দেখলাম তপন আসছে। এরা সব বাঁওড় ধারের বিশ্বাস বাড়ির ছেলে। তপনের সঙ্গে অল্প কিছু কথাবার্তা বলে ওকে ছেড়ে দিলাম। বিকালে ওদের বাড়িও যেতে হবে। এদের সঙ্গে মিশলে দিদি জামাইবাবুর কোন আপত্তি থাকবে না।

জামাইবাবু এই সময়ে ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। প্রধান শিক্ষক বলে দুপুরবেলা উনি আর বাড়িতে আসেন না। একরকম ডাল বা তরকারি দিয়ে খেয়ে যান। দিদিকে আজকে আর রান্না করতে হয়নি। কালকের মায়ের পাঠানো তরকারি এখনও আছে। জামাইবাবু সেটা খেয়েছে। বাড়ি ফিরে চিড়ে মুড়ি খেয়ে নেন। তারপর আবার মাঠে জনমজুর থাকলে সেটা দেখে আসেন।

জামাইবাবুর খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর কাপড় পরছে। সে সময় একজন মাছ এনেছে পেতেয় করে। দিদি কাছেই ছিল। বেলা হয়ে গিয়েছে। দিদি বলল, "আজকে থাক। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। আপনাদের মাস্টারমশাই-এর খাওয়া হয়ে গেছে। কালকে সকাল সকাল মাছ আনবেন।"

মাধবপুর বাওড়ে সকালে জেলে বাগদিরা মাছ ধরে। সাধারণত মাছধরা শুরু করে ভোররাত থেকে। এত বেলায় মাছ আনার কথা নয়। যেদিন বেশি মাছ হয়, সে মাছ পুরোটাই বনগাঁর বাজারে পাঠিয়ে দেয়। মাছ কম হলে আশপাশের গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। সেও সকাল সাতটা আটটার মধ্যে।

মাছ বেচতে আসা লোকটার সঙ্গে বড়দির কথাবার্তা জামাইবাবু শুনতে পেয়েছে। উনি খেতে খেতেই দিদিকে বললেন, "আগে কী মাছ এনেছে দেখো। ভালো মাছ হলে এখন ভেজে রেখে দাও, রাতে রান্না করে ফেলবে। কালকে হয়ে যাবে। শীতকাল, মাছ-তরকারি রাখতে অসুবিধা হবে না।"

আসলে তখন সময়টা এরকমই ছিল। খানিকটা দিন আনা দিন খাওয়া ব্যাপার। সে অর্থবান হলেও। বাড়িতে জমিয়ে রাখার কোনও পরিস্থিতি ছিল না। রেফ্রিজারেটর তখনও আসেনি মফস্বলে। মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের হেসেলে খুব বেশি হলে একটা মিট কেস রাখা হত। না হলে রান্নাঘরের চালের আড়ায় টাঙানো শিকেয় বড় থেকে ছোট হাড়িতে করে ভাত তরকারি সাজিয়ে রাখা হত। নিচে থাকলে বিড়াল ইঁদুর মুখ দিত। শীতকাল ছাড়া গরম বা বৃষ্টিতে ভাত তরকারি রাখা যেত না। খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত। আর এখন থ্রি ডোর ফাইভ স্টার ওয়ালা রেফ্রিজারেটরে পাঁচ,সাত দিনের জন্য কাঁচা সবজি, রান্না করা তরকারি হামেশাই রাখা যায়।

জামাইবাবুর কথা শুনে দিদি লোকটাকে বলল, "দাঁড়ান"। জামাই বাবুর ততক্ষণ খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছ। উনি উঠে এসে বললেন, "কী নিরাপদ, আজকে এত দেরি কেন?"

নিরাপদ লোকটা জানালো ,সে সকালে আগে ছেলেকে দিয়ে মাছ বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই মাছটা ছুটে গিয়েছিল। আমি ডোঙায় করে তন্ন

চলবে...

প্রয়াত জননেতা গোবিন্দ দাসের স্মরণসভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৯ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গাইঘাটার বিশিষ্ট জননেতা ও সমাজকর্মী গোবিন্দ দাস

(৭৪)। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্র পরিষদের সান্নিধ্যে আসেন। ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়েই কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগদান। পরবর্তীতে দলের নেতৃত্বে আসেন। ১৯৯৮ সালে দলের যুব নেতৃত্ব মমতা ব্যানার্জী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করলে গোবিন্দবাবুও জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। ধীরে ধীরে তিনি জেলার একজন অন্যতম নেতৃত্ব হয়ে ওঠেন।

গত ১৯ জানুয়ারী তৃণমূল কংগ্রেসের গাইঘাটা ব্লক নেতৃত্ব প্রয়াত দলনেতা গোবিন্দ দাসের স্মরণ সভার আয়োজন করে। এদিন মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়ার বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রয়াত জননেতার স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। দলের ব্লক সভাপতি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাসের পরিচালনায় এদিনের স্মরণ সভায় দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, প্রাক্তন দলীয় বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, সব্যসাচী দত্ত, দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, শ্রমিক সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব নারায়ন ঘোষ, রতন ঘোষ, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত, হাবড়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সীতাংশু দাস, স্বরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচী, সহ সভাপতি অজয় দত্ত, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, চাঁদপাড়ার গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, গোবিন্দবাবুর সহপাঠী জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক নেতা রবিউল ইসলাম, গোবিন্দ ঘটক, কার্ত্তিক প্রামানিক, গাইঘাটার দলনেতা স্বপন দাস, সুভাষ রায়, নরোত্তম বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম প্রমুখ। পূর্বতন দল জতীয় কংগ্রেসের একসময়কার নেতৃত্ব গোবিন্দবাবুকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন ব্লক কংগ্রেস নেতা পার্থ প্রতিম রায়, মনতোষ সাহা প্রমুখ। ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যগণ।

মধুসূদনকাটি সমবায়ে বার্ষিক মিলনোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও জেলা তথা রাজ্যের সেরা এবং জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত গাইঘাটার মধুসূদনকাটি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় সমিতির সাধারণ সদস্য-সদস্যাদের বাৎসরিক মিলনোৎসব। গত ১৭ জানুয়ারী সমিতির নবনির্মিত মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত উৎসবে পৌরহিত্য করেন সমিতির চেয়ারম্যান বর্ষিয়ান কালিপদ সরকার। অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার সমবায় দফ্তরের উপ-নির্বাহক দেবলীনা হাজরা, ইফকোর রাজ্য বিপনন প্রবন্ধক মিঃ প্রকাশ দত্ত, নাবার্ড এর জেলা আধিকারিক লক্ষ্মণ চন্দ্র সরকার, সিজিও তীর্থঙ্কর ঘোষ, ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী, ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ প্রেমী দীপক কুমার দাঁ প্রমুখ। সমিতির সভাপতি কালিপদ সরকার ও সম্পাদক দেবাশীষ বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান। সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুস্পস্তবকে বরণ করে নেন। সুসজ্জিত মঞ্চে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে স্কুল ছাত্রী নিতৃষা ঘোষ এবং নৃত্য পরিবেশন করে সোহিনী চক্রবর্তী, স্বাগত ভাষণে সভাপতি কালিপদবাবু সমিতির উন্নয়নমুখী বিভিন্ন প্রকল্প তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে সমিতির থেকে ঋণ নিয়ে যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করেছেন, সেই সমস্ত সদস্যাগণকে ডিভিডেন্ট ও উপহারে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভায় উপস্থিত দেশের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিঃ এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপনন প্রবন্ধক ড. প্রকাশ দত্ত জানান, ইফকো ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সমবায় সমিতি এবং সর্বাধিক সার সরবরাহকারী সংস্থা। তথাপিও তিনি জমি ও ফসলের সুরক্ষায় যথেষ্ট রাসায়নিক সার নয়, জৈব সার

ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। সেই সঙ্গে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির বিভিন্ন গঠনমূলক কাজকর্মের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। নাবার্ড এর আধিকারিক লক্ষ্মণবাবু বলেন, এই জেলায় তিন শতাধিক সমবায় সমিতি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতি।

জেলার ভারপ্রাপ্ত ডি আর এ মিস দেবলীনা হাজরা এদিনের সভায় সময়ে ঋণ পরিশোধকারী সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্পাদক দেবাশিষবাবু জানান, সমিতির ১১০০ জন সদস্য সময়ে ঋণ পরিশোধ করেছেন তাদেরকে এদিন পুরস্কৃত করা হয়। সমিতির উদ্যোগে মিনি কোল্ড স্টোর ও পেট্রোল পাম্প নির্মানের পরিকল্পনার কথা জানান, সভাপতি কাপিদবাবু।

৫০০ কণ্ঠে গীতা পাঠ ২৯ জানুয়ারী

সংবাদদাতা ঃ বিভূতিভূষণ হল্ট স্টেশন পার্শ্বস্থ গাইঘাটার দোগাছিয়া-মনমোহনপুরের স্বামী প্রণবানন্দজীর আশ্রম অঙ্গনে আগামী ২৯ জানুয়ারী ধর্মপ্রাণ ৫০০ মানুষের কণ্ঠে গীতা পাঠ, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ এবং ঠাকুর প্রণবানন্দজীর পুজো ও আরতির আয়োজন করা হয়েছে। আশ্রমের প্রাণপুরুষ দেবেশানন্দজী জানালেন, দিনভর আয়োজিত উৎসবে ছাত্র-ছাত্রীদের অংকন প্রতিযোগিতা ছাড়াও রয়েছে বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠ, প্রবচন। সন্ধ্যায় ধর্মীয় ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। প্রণবানন্দজী মহারাজের ১৩০ তন আর্বিভাব দিবস উপলক্ষে পাঁচশো কণ্ঠে গীতাপাঠ, মহাযজ্ঞ, বেদপাঠ সহ আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলেকার ধর্মপ্রাণ মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে গুণীজন সংবর্ধনা

সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ জানুয়ারী ছিল জেলা তথা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী গোবরডাঙ্গার খাঁটুরা হাইস্কুলের ১৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের দ্বিতীয়দিন গুণীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান। বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি তথা গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত সহ এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার দাঁ, প্রদীপ কুমার কুণ্ডু, স্কুলের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শংকর বিশ্বাস, জেলার সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিন্দম রায় চৌধুরী, আর্যকুমার রাহা ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র ও চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমবায়ী ও ৮৪ বৎসরের বর্ষিয়ান সমাজসেবী কালিপদ সরকারকে এদিন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উত্তরীয়, শীতবস্ত্র শাল, পুস্তক ও মানপত্র প্রদানে

বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, পরিচালন সমিতির সদস্য এবং সহ শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে এদিনের গুণীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

নদীয়ার সবচেয়ে বড় বাইকার্স মিট অনুষ্ঠিত

সায়ন ঘোষ, নদীয়া : বাইক ভ্রমণ প্রেমীরা গোটা বছর দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তারই মাঝে সেই অভিজ্ঞতাগুলো বাকিদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য গত রবিবার মিস্টেরিয়াস বাইকার্স অফ বেঙ্গল কৃষ্ণনগরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া বাইকার্স মিট এর তৃতীয় বর্ষ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো রাইডিং কমিউনিটি গ্রুপ 'রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল' সহ একাধিক রাইডার্স গ্রুপ। এছাড়াও এদিন রয়্যাল এনফিল্ড, হোন্ডা সহ একাধিক বাইক প্রস্তুতকারক সংস্থার একাধিক দামী বাইক এর প্রদর্শনী করা হয়।

মিস্টেরিয়াস বাইকার্স অফ বেঙ্গল কৃষ্ণনগর গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সন্তোষ সাহা জানান, "নিজের বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সখ অনেকের থাকে কিন্তু নিরাপত্তা এবং সঠিক পরামর্শ এর অভাবে সেটা হয়ে ওঠে না। এরই কারনে প্রতি বছরের মতোই রাজ্যের সকল রাইডার ভাই বোনদের নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান। আশা রাখি আগামী দিনগুলিতে আমরা আমাদের বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস অনুষ্ঠানের সাথে সাথে এরকম সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো।"

জমি অধিগ্রহণের নোটিশ

প্রথমপাতার পর...

বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, ওখানে অনেকেই জমি দিয়ে দিয়েছেন। টাকাও পেয়ে গিয়েছেন। যারা আপত্তি তুলছেন, তাঁদের সাথে কথা বলে সমস্যা মিটানো হচ্ছে।

তাদের কে সরকার নির্ধারিত দামের থেকেও দেড়গুণ বেশি দাম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁটাতারের জন্য ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিয়ানি এলাকায় রাজ্য সরকার জমি কিনছে। সমীক্ষা ডিমার্কেশন ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে।

মোট ১১ একর জমির মধ্যে ৬ একর জমির মালিক এনওসি দিয়েছে। ৫ একর জমির মালিক, যারা রাজ্য সরকারের সাথে দলিল হয়ে গেছে। তারা ইতিমধ্যে টাকাও পেয়ে গিয়েছে। কিছু ব্যক্তি আছে, যাদের ওই জমির উপর ঘর বাড়ি রয়েছে। াদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। পরবর্তীকালে সার্ভে করে তাদের পরিকাঠামোর জন্য টাকা ধার্য হবে।

দুর্নীতির অভিযোগ, ধৃত সরকারি কর্মী

প্রথমপাতার পর...

বলেন, আমরা বারবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলছি। এই অভিযোগ থেকে সেগুলি যে সত্য সেটাই প্রমাণিত হলো। তৃণমূলের যেখানে সেখানে দুর্নীতি। তৃণমূলকে সঙ্গে নিয়েই দুর্নীতি করা হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করলেও এ বিষয়ে দুই অভিযুক্ত কোন বক্তব্য দিতে অস্বীকার করেছে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি মমতাজ শেখ, পিতা- মৃত কালু মণ্ডল ওরফে কেয়ামুদ্দিন আলি মণ্ডল, স্বামী- বদরুল আলম শেখ, বর্তমান ঠিকানা গ্রাম পশ্চিমপাড়া, পোঃ ও থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা এবং স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম মিরপাড়া, রাজবংশিপাড়া, মগরাহাট, পোঃ ও থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা-র বাসিন্দা। আমার ভ্রাতা আনোয়ার মণ্ডল, পিতা- মৃত কালু মণ্ডল ওরফে কেয়ামুদ্দিন আলি মণ্ডল গত ইংরাজী ১৯৮১ সালে গ্রাম মিরপাড়া, রাজবংশিপাড়া, মগরাহাট, পোঃ ও থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার ভ্রাতার মৃত্যুর পর আমি মমতাজ শেখ ও আমার মৃত ভ্রাতার স্ত্রী জ্যোৎস্না মণ্ডল, স্বামী- মৃত আনোয়ার মণ্ডল একমাত্র ওয়ারেশ। আমি গত ইংরাজী ২৮/১১/২০২৪ তারিখে বনগ্রাম নোটারী পাবলিক অফিসার শ্রী জয়দেব হালদার মহাশয়ের ১০/২০২৪নং নোটারিয়াল এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিয়াছি, আমার মৃত ভ্রাতার স্ত্রী জ্যোৎস্না মণ্ডল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বর্তমানে আমি অর্থাৎ মমতাজ শেখ একমাত্র ওয়ারেশ হইতেছি। আর কোন ওয়ারেশ থাকলে ৮৯২৬৫২৯৩২৪ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

আমি মমতাজ শেখ, পিতা- মৃত কালু মণ্ডল ওরফে কেয়ামুদ্দিন আলি মণ্ডল, স্বামী- বদরুল আলম শেখ, বর্তমান ঠিকানা গ্রাম- পশ্চিমপাড়া, পোঃ ও থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা এবং স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম মিরপাড়া, রাজবংশিপাড়া, মগরাহাট, পোঃ ও থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা-র বাসিন্দা। আমার পিতা কালু মণ্ডল ওরফে কেয়ামুদ্দিন আলি মণ্ডল, পিতা- মৃত বাহার আলি মণ্ডল গত ইংরাজী ১৯৬৭ সালে গ্রাম মিরপাড়া, রাজবংশিপাড়া, মগরাহাট, পোঃ ও থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি মমতাজ শেখ ও আমার মৃত ভ্রাতা আনোয়ার মণ্ডল একমাত্র ওয়ারেশ। আমি গত ইংরাজী ২৮/১১/২০২৪ তারিখে বনগ্রাম নোটারী পাবলিক অফিসার শ্রী জয়দেব হালদার মহাশয়ের ১১/২০২৪নং নোটারিয়াল এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিয়াছি, আমি ও আমার মৃত ভ্রাতা আনোয়ার মণ্ডল ভিন্ন আমার মৃত পিতার আর অন্য কোন ওয়ারেশ নাই। আর কোন ওয়ারেশ থাকলে ৮৯২৬৫২৯৩২৪ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

গাইঘাটার একাধিক জায়গায় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

চৌগাছা হাইস্কুল

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৩ জানুয়ারী গাইঘাটার চৌগাছা মডেল একাডেমী স্কুলে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয়। খেলাধুলো ও

শরীর চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ।

আগত অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের স্বাগত জানান, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শঙ্কর চক্রবর্তী ও প্রবীণ শিক্ষিকা মিতা গাঙ্গুলী। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিয়োগীগণের হাতে আকর্ষণীয় পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

গাইঘাটা পূর্বচক্র

গত ২২ জানুয়ারী সকালে চাঁদপাড়া প্লেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন ময়দানে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি জাতীয় পতাকা এবং গাইঘাটার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজত রঞ্জন ঘোষ কর্তৃক চক্রের পতাকা উত্তোলন, পতাকা অভিবাদন, প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন ও শ্বেত কপোত ওড়ানোর মধ্য দিয়ে মহা সমারোহে শুরু হয় গাইঘাটা পূর্ব চক্রের অর্ন্তগত সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্নবুনিয়াদী এবং এস এস কে বিদ্যালয় সমূহের ৪০ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, উপ-প্রধান বৈশাখী বর, সুটিয়া জি পি'র প্রধান পম্পা পাল, ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুজন গাইন, গাইঘাটা থানার অফিসার ইনচার্জ রাখহরি ঘোষ, শিক্ষানুরাগী সুভাষ রায়, বিভাষ ঘোষ, মিলনকান্তি সাহা প্রমুখ। মশাল দৌড় ও বাজনার সাথে স্কুল পড়ুয়াদের রণ পা'য়ে মাঠ প্রদক্ষিণ এবং মাথার উপর ড্রোনের নজরদারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলে। উদ্যোক্তা ও প্রতিযোগীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে আসেন, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও ব্লকের বিডিও নীলাদ্রী সরকার।

বিশিষ্টজনেরা সকালে লেখা পড়ার সাথে সাথে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন এবং সেই সঙ্গে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। শিক্ষক সুদীপ দাসের শপথ বাক্য পাঠ করানোর মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

চক্রের ৭টি অঞ্চলের ৭৮টি স্কুলের দুই শতাধিক প্রতিযোগী পড়ুয়াগণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন। দৌড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, ফুটবল থ্রোয়িং, যোগাসন, জিমন্যাস্টিক এবং ছোটদের আলু দৌড় প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। শরীর শিক্ষণ প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ ও এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষকগণের সুচারু পরিচালনায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সার্থকতা লাভ করে। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীগণের হাতে মেডেল, মেমেন্টো ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজন। অন্যতম সংগঠক শিক্ষক অহীতোষ সাহা জানান, চক্র স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র প্রথম স্থানাধিকারীগণই পরবর্তী মহাকুমা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষা ও ক্রীড়ানুরাগী মানুষজনের স্বতঃস্ফুর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে এদিনের ব্লক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ডেওপুল হাইস্কুল

গত ২০ জানুয়ারী সকালে প্রতিযোগী পড়ুয়াদের মাঠ প্রদক্ষিণ, জিমন্যাস্টিক এ পিরামিড প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় গাইঘাটার ডেওপুল অধর মেমোরিয়াল হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি। শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের পূর্বতন প্রধান শিক্ষক সুধীর চন্দ্র মণ্ডল, প্রাক্তন সম্পাদক দীপক ঘোষ ও বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি বিজয় সরকার প্রমুখ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার দেবনাথ উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান, বিশিষ্টজনেরা স্কুলে পড়াশুনোর সাথে সাথে খেলাধূলো ও শরীর চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন।

বিদ্যালয়ের মাঠে ছাত্র-ছাত্রীরা দৌড়, উচ্চ লম্ফন, দীর্ঘ লম্ফন, মেয়েদের স্লো সাইকেল রেস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ছাত্রীদের তিন পায়ের দৌড় ও ছোটদের বস্তা দৌড় বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

ঢাকুরিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

গত ১৬ জানুয়ারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিক্ষানুরাগী জয়দেব বর্ধন, চিরঞ্জিৎ বৈরাগী চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস প্রমুখ। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনীষা চক্রবর্তী ও পরিচালন সমিতির সভাপতি তরুন কান্তি মণ্ডল উপস্থিত বিশিষ্ট জনদের স্বাগত জানান। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধূলো ও শরীর চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা।

মণ্ডলপাড়া হাই স্কুল

গত ১৫ জানুয়ারী চাঁদপাড়ার মণ্ডলপাড়া হাই স্কুলে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস প্রমুখ। প্রধান শিক্ষক দেবাশিষ ঘোষ সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে ঘিরে প্রতিযোগী পড়ুয়াদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের Testing Card সমেত গ্রহরত্ন পাওয়া যায়
যা ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

হলমার্ক ছাড়া পুরানো সোনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
আমাদের সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন শিঘ্রই যোগাযোগ করন।
আমাদের GUN MAN প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন।

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫।আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**